

শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টীয় জীবনে অপরিহার্য বিষয় সমূহ
অধ্যয়ন সহায়িকা

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পাঠ ৪: ঈশ্বরের অদ্বিতীয় গুণাবলী

ভূমিকা

এই পাঠটি হচ্ছে শিষ্যত্বের বিকাশ পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আখ্যাত একটি অংশ বিশেষ। এই পাঠ্যক্রমটি ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমাদের রয়েছে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এটি শুরু হয়েছে, খ্রীষ্টেতে আমাদের যে পরিচয় যা কি না ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার পরিণাম, তা উপলব্ধি করা নিয়ে। এই পাঠ্যক্রমটি, ঈশ্বরের গুণাবলী, কি করে ঈশ্বরের বিষয়ে এবং তাঁকে আরও ভালভাবে জানতে পারি এবং কি করে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক পড়ে তুলতে পারি, সেই দিকেই দৃষ্টি দিয়েছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজেদের বোঝা এবং কে ঈশ্বর সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া আমাদের সাহায্য করবে আমাদের জন্য ঈশ্বরের তৈরী নকশা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে।

এই অধ্যয়ন সহায়িকাটি এমন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্ধারিত যিনি নিজেই নির্দিষ্ট পাঠের গভীরে পর্যবেক্ষণ করতে চান। এই পাঠটি অন্যান্য শিষ্যত্বের বিকাশ উপকরণের সংযোগে ব্যবহার করা চলে যেমন ভিডিও অডিও প্রোডাকশান্স যা www.debengali.org এ পাওয়া যাবে।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাসলোর - ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধীনস্থ। লাইসেন্সের বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing



ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

পাঠ ৪: ঈশ্বরের অদ্বিতীয় গুণাবলী

কি উদ্দেশ্য?

এই পাঠের লক্ষ্য হল ঈশ্বরের ছয়টি প্রধান গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া: সর্ববিরাজী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, শাস্ত, অক্ষয় ও অসীম। ঈশ্বরকে জানা গুরুত্বপূর্ণ কেন? আমাদের জানা আবশ্যিক যে, তিনি কেমন শক্তিশালী আর তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা করতে সমর্থ যাতে তাঁর উপর আমরা ভরসা রাখতে আর বিশ্বাস করতে পারি।

আপনার জানার জন্য...

এই পাঠে ঈশ্বরের ছয়টি মূল্য গুণের পরিচিতি দিয়েছে। এগুলিই তাঁকে ঈশ্বর বলে পরিচয় দিয়েছে আর স্রষ্টাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এগুলিকে জটিল ঐশতাত্ত্বিক শব্দ বলে মনে হতে পারে তবু এগুলিকে ঈশ্বর আর কেমন করে তিনি কাজ করেন তা বোঝার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিত্তিস্বরূপ। কোন মানুষ, শয়তান, স্বর্গদূত বা পিশাচের নয় এগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই বৈশিষ্ট্য। এটা জানা বড়ই অতীতপূর্ব যে, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে নয় বরং আমাদের ভালবাসতে নিয়োগ করেন!

সূচনা

১)

ব্যাপারটি ভাবতে কেমন লাগে আমরা যে ঈশ্বরকে ভজনা করি তিনি সব কিছু জানেন? এটা আপনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, লজ্জা, আনন্দ না কি আশ্বাস জাগায়?

২)

ঈশ্বর নিজেকে যে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তিনি যে চান যেন আমরা তাঁকে জানি এবং তাতে আমাদের প্রত্যুত্তর কি হওয়া উচিত? এগুলি গুরুত্বপূর্ণ কেন?



অধ্যয়ন

❖ **অংশদান-সাধ্য ও অংশদান-অসাধ্য গুণাবলী:** বাইবেল পন্ডিতরা অনেক সময় ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যা কিছু বলতে পারি সে সমস্তকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন- তাঁর সৃষ্টিকে যেগুলির ভাগ তিনি দেন আর যেগুলি শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব অধিকার ।

- **অংশদান-সাধ্য গুণাবলী** হচ্ছে যেগুলি সৃষ্টিসম্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে পারে, যেমন - প্রেম, দয়া, বুদ্ধি । যখন আমরা আরও যীশুর মত হওয়ার প্রয়াস করি, যিনি কি না মানবাকৃতিতে ঈশ্বর, এই গুণগুলির পূর্ণতা অর্জনই আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয় ।
- **অংশদান-অসাধ্য গুণাবলী** হচ্ছে যেগুলির অধিকারী একমাত্র ঈশ্বরই । সেগুলির কোন সৃষ্টিসম্বাকে বিভাজন বা বিতরণ হয় না ।

❖ **ঈশ্বর শাস্ত, অক্ষয়, অসীম:** সময়, ক্ষয়, আয়ু আর রূপান্তরের অধীন নন ঈশ্বর । শুধু ঈশ্বরেরই কোন পরিবর্তন হয় না । স্বর্গদূতদের কোন মৃত্যু না থাকলেও তারা অসীম নয় কারণ তাদের শুরু, সৃষ্টি একটা ছিল ।

- নীচের পদগুলি পড়ে লিখুন উপরে লেখা ঈশ্বরের গুণাবলী কিভাবে প্রতিপন্ন করে:

শাস্ত	শাস্ত্রানুসারে, ঈশ্বরের কোন আদি নেই, নেই কোন অন্ত । আমরা তাঁর সৃষ্টির পেয়েছিলাম একটা শুরু আর বাস করি সময়ের মধ্যে । স্বর্গদূতেরা সময়ের অধীন থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে কিন্তু সৃষ্টি হিসাবে তাদের একটা শুরু অবশ্যই ছিল । ঈশ্বর অস্বিচ্ছমান থাকেন এই সবার বাইরে আর সময়ের দ্বারা বা কোন শুরুর প্রয়োজন দ্বারাও সীমাবদ্ধ নন ।
প্রকাশিত বাক্য ৪:৮ পদ	
২ পিতর ৩:৮ পদ	
১ তীমথিয় ১:১৭ পদ	

অক্ষয়	ঈশ্বর কোনভাবেই রূপান্তরিত হন না । জগৎ সৃষ্টি করার আগে তিনি যে ছিলেন কালের অন্তেও তিনি সেই থাকবেন । তিনি সর্বদা ঠিক একই রকম থাকবেন ।
মালাখি ৩:৬ পদ	
ইব্রীয় ১৩:৮ পদ	
যাকোব ১:১৭ পদ	

অসীম	ঈশ্বরের কোন প্রকারের সীমাবদ্ধতা নেই । তাঁর নিজের বাইরে কোন কিছুই সে বিশ্বমন্ডলের বিধি হোক অথবা মহাশূন্য হোক তাঁকে সীমিত বা বর্ণনা কোনটাই করতে পারে না । তাঁর অন্যান্য সমস্ত গুণাবলী
-------------	---



	তাঁর এই অসীম প্রকৃতির দ্বারাই প্রভাবিত । তিনি অসীমভাবেই মঙ্গলময়, অসীমভাবেই তেজোময়, ইত্যাদি ।
যিশাইয় ৪০:২৮	
১ রাজাবলি ৮:২৭	
গীতসংহিতা ৯০:২	

❖ **ঈশ্বর সর্বব্যাপী:** এটা চিন্তা করা অসাধ্য যে সর্বস্থানে ঈশ্বর সর্বদা বিরাজ করার ক্ষমতা রাখেন! এই তথ্যে আমাদের মনকে স্থির করা দুষ্কর অথচ বাইবেল আমাদের স্পষ্ট বলছে যে, ঈশ্বর সব সময় সব জায়গায় উপস্থিত রয়েছেন । গীতসংহিতা ১৩৯:৭-১০ পদে গীতিকার দায়ূদ বলেছেন যে, তাঁর উপস্থিতি থেকে আমরা কখনওই সরে থাকতে পারি না!

- এটা উপলব্ধি করা আবশ্যিক যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা পালাতে পারি না! তাঁর উপস্থিতি থেকে কিছুই আমাদের সরাতে পারে না । এটা আমাদের পক্ষে একটা আশ্বাস হওয়া উচিত । ঈশ্বর আমাদের এতটাই ভালবাসেন যে, তিনি আমাদের তাঁর নজরের বাইরে যেতে দিতে চান না! সারা সৃষ্টির কোন কিছুই ঈশ্বরের উপস্থিতির বাইরে নয় ।
- গীতসংহিতা ১২৯:৭-১২ পদ ও যিরমিয় ২৩:২৪ পদ খুলে দেখুন আর ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে যা শিখলেন তা লিখুন:

--

❖ **ঈশ্বর সর্বজ্ঞ:** ঈশ্বর সব কিছু জানেন কিছুই তাঁর গোচর থেকে গোপন নয় । তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ বা নিখুঁত । কোন কিছু তাঁর শেখার দরকার হয় না আর কোন কিছুই তিনি ভোলেন না!

- এটা বোধগম্য করা কঠিন যে, ঈশ্বর সব কিছুই জানেন কিন্তু এটাই আমাদের সাঙ্কনা হোক যে আমাদের দুঃখ, আমাদের শঙ্কা, আমরা যে গোপন বিষয়গুলি কাউকে বলতে পারি না, সেই সবই তিনি বোঝেন । সেই সবার মাঝেই ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী থাকেন! এর দ্বারা কিন্তু আবার আমাদের চিন্তা ও অভিপ্রায় সম্পর্কেও সতর্ক হতে হবে । এগুলিও কিন্তু ঈশ্বরের গোচরে অনাবৃত থাকে ।
- নীচের প্রতিটি পদ খুলে দেখুন আর সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে যা বলছে তা লিখে ফেলুন । এই প্রকার জ্ঞান কি শুধু ঈশ্বরেরই রয়েছে?

১ যোহন ৩:২০ পদ	
লুক ১২:৭ পদ	



রোমীয় ১৬:২৭ পদ	
ইব্রীয় ৪:১৩ পদ	

সংক্ষেপে

- ❖ জানা হচ্ছে অংশদান-সাধ্য ও অসাধ্য উভয় প্রকারেরই গুণ অর্থাৎ কয়েকটি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে তিনি ভাগাভাগি করেন আর বাকিগুলি তিনিই অধিকার করে রাখেন ।
- ❖ ঈশ্বর শাস্ত, অক্ষয় ও অসীম । তাঁর ছিল না কোন আদি থাকবে না কোন অন্ত । ঈশ্বর কখনও বদলান না, বয়স্ক হন না এবং কোন সীমার দ্বারা আবদ্ধ নন ।
- ❖ ঈশ্বর সর্বব্যাপী আমরা আশ্বস্ত থাকতে পারি যে, ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে আমরা কখনওই আলাদা হব না ।
- ❖ ঈশ্বর সর্বভেদী - ঈশ্বর যা কিছু করতে চান তাই করতে সমর্থ ।
- ❖ ঈশ্বর সর্বগুপ্ত - ঈশ্বর জানেন সব কিছু আর কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয় ।

প্রতিফলনের প্রশ্ন

১)

যে সমস্ত গুণাবলী আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম সেগুলি ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনার ধরন কিভাবে বদলে দেয়? ঈশ্বর যদি আমাদের অভাবগুলি ইতিমধ্যেই জানেন তাহলে আমরা কেন আর প্রার্থনা করতে থাকি?

২)

ঈশ্বরের গুণাবলী জানার দ্বারা আমাদের জীবন কিভাবে বদলাবে? এই নতুন গুণকে কিভাবে কাজে পরিণত করবেন?



৩)

এই গুণাবলীর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়? ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান আর কি করে তা আপনার জীবনে প্রযোজ্য তা আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে এই সম্ভাষে আপনার কি ইচ্ছা?